দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 12 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7 ......

বৃহত্তর চট্টগ্রামে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে দেয়া হচ্ছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ 'আত্মরক্ষার কৌশল' হিসাবে প্রশিক্ষণের নামে বৃহত্তর চট্টগ্রামের উগ্রপন্থী মৌলবাদীদের বহু আস্তানায় যুবকদের অবাধে আর্মস ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। বিদেশী অর্থ সহায়তায় কক্সবাজার, বান্দরবান ও চট্টগ্রামের ৫টি থানায় মাদ্রাসা শিক্ষার নামে এসব অবৈধ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দেশের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি চক্রের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কিশোরদের মাদ্রাসা শিক্ষার নামে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি করিয়ে কৌশলে আর্মস ট্রেনিং দেয়। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর কয়েকটি এলাকায়, পটিয়া থানার দু'টি স্থানে এবং সাতকানিয়া, লোহাগড়া ও ফটিকছড়ি থানার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শত শত শিশু-কিশোর সংগ্রহ করা হয়। এসব মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই কোন সরকারী অনুমোদন নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশনবিহীন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম পুরোপুরি অমিল। স্থানীয়ভাবে খারেজি মাদ্রাসা নামে এসব পরিচিত। নিজস্ব শিক্ষা কারিকুলামের মাধ্যমে তালেবানী স্টাইলে জেহাদের কথা বলে কিশোর পর্যায়েই বহু ছাত্রকে মানসিকভাবে তৈরি করা হয়। পরে তাদের মাঝ থেকে বাছাই করা যুবকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে আফগানিস্তান ও ইরানসহ বিভিন্ন মৌলবাদী দেশে পাঠানো হয়।

মৌলবাদী চক্রগুলোর খপ্পর থেকে পালিয়ে আসা এক যুবক তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জানায়, উগ্র মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা বোর্ডের কোন কারিকুলাম না মেনে নিজস্ব কারিকুলাম ব্যবহার করে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত পরিচালনা করে বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এ প্রশিক্ষণকে তাদের ভাষায় বলা হয় 'আত্মরক্ষার কৌশল'। চট্টগ্রামের ৫টি থানার বড় মাদ্রাসাগুলোতে ভোর এবং সন্ধ্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উঁচু সীমানা প্রাচীরের মাধ্যমে সাধারণের দৃষ্টি আড়াল করে মাদ্রাসাগুলোর অভ্যন্তরে অবাধে প্রশিক্ষণ চালানো হয়। পালিয়ে আসা ঐ যুবক আরও জানায়, চট্টগ্রামে 'আত্মরক্ষার কৌশল'

ওরা বলছে আত্মরক্ষার কৌশল

প্রশিক্ষণের সময় কাঠের তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার এবং বডি ফিটনেস আনা হয়। এ প্রশিক্ষণ চলার সময় কিছু যুবককে বাছাই করে পাঠানো হয় বান্দরবান এবং কক্সবাজার এলাকায়। এখানে চিহ্নিত এনজিও'র অনুদানে গড়ে ওঠা হাসপাতাল ও মাদ্রাসা এবং গভীর অরণ্য এলাকার আস্তানায় গড়ে ওঠা ক্যাম্পে দেয়া হয় সরাসরি অস্ত্র প্রশিক্ষণ। এখানে দক্ষতা অর্জনের পর কখনও কখনও বিদেশেও এদের পাঠানো হয়। ঐ যুবক আরও জানায়, কক্সবাজারে নেয়ার জন্য তাকে নির্বাচিত করার পরই সে পালিয়ে আসে। কক্সবাজার সমুদ্রপথে অবাধে অস্ত্রের চালান, জঙ্গল এবং স্থানীয় লোকজনের মধ্যে ধর্মান্ধতার প্রবণতা বেশি থাকায় উগ্র মৌলবাদীরা এ স্থানগুলোকে বেছে নেয়। উগ্র মৌলবাদীদের এসব আস্তানায় বিদেশীদেরও অবাধ পদচারণা রয়েছে। মূলত তারাই দেশের বিভিন্ন স্থানের উগ্রবাদীদের মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।